বি্সমিল্লাহি্র রাহ্মানির রাহীম

পরিকল্পনা - প্রচেষ্টা - বাস্তবায়ন

বন্ধুযোগ

স্থাপিত: ২০০৩ ইং

গঠনতন্ত্র

সংশোধিত প্রকাশ: ১৯-আগষ্ট-২০২৫

বন্ধুযোগ

একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী, সামাজিক, গণতান্ত্রিক এবং জনকল্যাণমুখী সংগঠন।

গঠনতন্ত্র

১ম ভাগ: সংগঠনের পরিচিতি

নি:স্বার্থতা, মানবতা আর বন্ধুত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, ময়মনসিংহ বিভাগের, নেত্রকোনা জেলার, সদর উপজেলার, মোক্তার পাড়ায় (মধুমাছি কচিঁকাচাঁ স্কুল সংলগ্ন) ১১ জন নিবেদিত প্রাণ বন্ধু একত্রিত হয়ে বন্ধুদের মধ্যে ঐক্য ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি করা এবং জেলার জনক্যাণমূলক বা আর্তমানবতার সেবায় কাজ করার লক্ষ্যে ২৪ শে নভেম্বর ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় **"বন্ধুযোগ"**।

অনুচ্ছেদ: ০১

সংগঠনের নামকরন এবং স্লোগান: এই সংগঠনের বাংলায় **"বন্ধুযোগ"** ও ইংরেজীতে **"BONDHUJOG"** নামে অভিহিত হবে। সংগঠনের স্লোগান হবে বাংলায় পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা, বাস্তবায়ন ও ইংরেজীতে **PLANNING, EFFORT, IMPLEMENTATION**।

অনুচ্ছেদ: ০২

সংগঠনের ধরণ এবং বৈশিষ্ট্য: বন্ধুযোগ সংগঠন একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী, সামাজিক, গণতান্ত্রিক এবং জনকল্যাণমুখী সংগঠন। এই সংগঠনের কোন অঙ্গসংগঠন থাকবে না বা এই সংগঠন অন্য কোন সংগঠনের অঙ্গসংগঠন হিসেবে কাজ করবে না। অদূর ভবিৎষতে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা, ১৯৬২ এর আওতায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবন্ধন করা হবে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল বিধিবিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ: ০৩

সংগঠনের কার্যালয়: কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ময়মনসিংহ বিভাগের, নেত্রকোনা জেলার, সদর উপজেলায় বাসা: ১৩৯, ছোট মসজিদ রোড, মোক্তারপাড়ায় অস্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় কার্যলয় স্থাপন করা হবে। পরবর্তীতে সংগঠনের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে ময়মনসিংহ বিভাগের, নেত্রকোনা জেলার, সদর উপজেলায় যে কোন সুবিধাজনক স্থানে নিজস্ব ভবনে সংগঠনের স্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হবে। তবে এক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্য একমত হতে হবে। অন্যথায় উপদেষ্টা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ: ০৪

সংগঠনের কার্য এলাকা: এই সংগঠনের কার্য এলাকা চূড়ান্তভাবে ময়মনসিংহ বিভাগের, নেত্রকোনা জেলায় সীমাবদ্ধ থাকবে। ভবিৎষতে কোনভাবেই কার্য এলাকা সম্প্রসারণ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ: ০৫

সংগঠনের লোগো/মনোগ্রামের বিবরণ:

বন্ধুযোগ একসাথে লেখার উদ্দেশ্য: বন্ধুদের মধ্যে সংযুক্তি বা সম্পর্কের বন্ধন। এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন নয় বরং ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ।

বন্ধুযোগ লোগোর ধরন: বাংলা ও ইংরেজী।

বন্ধুযোগ লোগো'র রং: বন্ধুযোগ লোগো ( ) নীলাভ সবুজ রং এর। কারন লোগোর মূল রং টি শান্ত ও বিশ্বাসযোগ্য, পরিপক্ক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভারসাম্যের প্রতীক।

পরিকল্পনা-প্রচেষ্টা-বাস্তবায়ন: যেকোন সৃষ্টিশীল কিংবা সামাজিক উদ্যোগের মূল স্তম্ভ প্রকাশ করে।

পরিকল্পনা: চিন্তা ও প্রস্তুতির ধাপ।

প্রচেষ্টা: পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করার প্রয়াস।

বাস্তবায়ন: সেই প্রচেষ্টার সফল রুপদান।

পরিকল্পনা-প্রচেষ্টা-বাস্তবায়ন এই তিনটি শব্দ লাল রং এর লেখার উদ্দেশ্য: লাল রং সাধারণত উদ্দীপনা, অঙ্গীকার ও শক্তির প্রতীক।

বন্ধুযোগ এর চর্তুদিকে (বাহিরের অংশে) বর্ডার এর উদ্দেশ্য: এটি বোঝায় যে বন্ধুযোগ একটি সংযুক্ত নেটওয়ার্কের অংশ। চারপাশে বন্ধুদের ঘিরে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সীমারেখা সুরক্ষা, কাঠামো ও ঐক্য প্রকাশ করে।

মূল ধারণা: বন্ধুযোগ একটি ভাবনাশীল উদ্যোগ, যার ভিত্তি হলো পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা ও বাস্তবায়ন। নীলাভ সবুজ রং টি শান্ত ও বিশ্বাসযোগ্য, পরিপক্ক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভারসাম্যের প্রতীক। চারপাশের সীমারেখা বন্ধুত্বের নেটওয়ার্ক-কে প্রতিনিধিত্ব করে।

পতাকা'র বিবরণ:

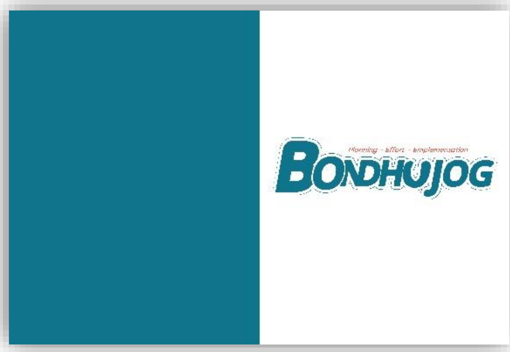

***<u>পতাকা'র রং</u>*:** **অর্ধেক নীলাভ-সবুজ ও অর্ধেক সাদা।**

<u>পতাকা'র তাৎপর্য:</u> শান্ত ও বিশ্বাসযোগ্য, পরিপক্ক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভারসাম্য নিয়ে আমরা নতুন কিছু গড়তে চাই (নীলাভ-সবুজ)। এবং তা করতে চাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, পরিষ্কার মন নিয়ে (সাদা)।

<u>পতাকা'র সাইজ:</u>

ফুল সাইজ পতাকা: ১০:৬ ফিট (১২০ x ৭২ ইঞ্চি)। বড় অনুষ্ঠান, র‍্যালী বা অফিসে ব্যবহার করার জন্য।

মিডিয়াম সাইজ পতাকা: ৬:৪ ফিট (৭২ x ৪৮ ইঞ্চি)। সভা, অফিস রুম বা দেয়ালে টানানোর জন্য।

ছোট সাইজ পতাকা: ৩:২ ফিট (৩৬ x ২৪ ইঞ্চি)। ডেস্কে, টেবিলে বা স্কুল অনুষ্ঠানে।

হ্যান্ড ফ্ল্যাগ: ১২ x ৮ ইঞ্চি বা ৮ x ১২ ইঞ্চি। হাতে বহন করার জন্য বা শিশুদের ব্যবহার জন্যে।

<u>অনুচ্ছেদ: ০৬</u>

লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য:

১. বন্ধুযোগ সংগঠন শুধুমাত্র নেত্রকোনা জেলার, গ্রামে/ ইউনিয়নে/উপজেলায় সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করবে।
২. বন্ধুযোগ সংগঠনের সদস্যদের ও পিতা-মাতার জন্য বছরে একবার কোরআন খতম, দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা।
৩. সৃষ্টিশীল, সামাজিক মানুষ ও সুনাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুল-কলেজে বিভিন্ন কর্মশালা যেমন:- বিতর্ক প্রতিযোগীতা, কুইজ, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিনামূল্যে তথ্য সেবা ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
৪. ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল শ্রেণীর মানুষের যে কোন প্রয়োজনে বা বিপদে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।
৫. গরিব দুস্থ ও এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের কে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।
৬. পথ শিশুদের কল্যাণে কাজ করা।
৭. মানবতার কাজকে এগিয়ে নেওয়া।
৮. সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিনোদন ইত্যাদি সৃজনশীল কাজে সহযোগিতা, অংশগ্রহন ও উৎসাহ প্রদান করা।
৯. বিনমূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও প্রাথমিক চক্ষু পরিক্ষা ক্যাম্পেইন করা।
১০. সদস্যদের বিনামূল্যে রক্তদান করা ও রক্তদান কর্মসূচী পালন করা।
১১. উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্য ছাড়াও সংগঠনের কার্যকরী কমিটির কমপক্ষে ০৬ জন সদস্যের লিখিত স্বাক্ষর সহ সিদ্ধান্তক্রমে সংগঠনের উন্নয়নকল্পে জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সময়োপযোগী সমন্বিত ও সম্পূরক কর্মসূচী গ্রহন করা হবে। যেমন:-
    ক. আমাদের সদস্যদের মধ্যে যেকোন ধরনের সমস্যায় সার্বিকভাবে সহযোগীতা করা।
    খ. বেকারত্ব দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।
    গ. ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা।
    ঘ. সব ধরণের সামাজিক অনুষ্ঠান, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস পালন করা।
    ঙ. বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা।
    চ. প্রাকৃতিক দূর্যোগে সহযোগিতা করা।
    ছ. বিনোদনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা।
    জ. যুবকদের সমাজ সেবামূলক কাজে উৎসাহিত করা।
    ঝ. সকল সদস্যদেরকে নিয়ে পূণর্মিলনীর আয়োজন ও খেলাধুলা করা।
    ঞ. অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সাথে সুসর্ম্পক বজায় রাখা।

<u>অনুচ্ছেদ: ০৭</u>

ভিশন: আমাদের জেলায় আমাদের বন্ধুদের বা যুব সমাজ ও গরিব, দুস্থ, এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষার দিকে অগ্রসর করে এবং সমাজসেবামূলক কাজে উৎসাহ যুগিয়ে মাদকমুক্ত ও বেকারমুক্ত সমাজ গঠন করা।

২য় ভাগ: সদস্যপদ সংক্রান্ত

অনুচ্ছেদ: ০৮

১. কেবল মাত্র পৈতৃকসূত্রে অর্থাৎ মাতৃকসূত্রে ত্রেকোনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা এবং বন্ধুযোগ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্যদের (যে **১১** জন প্রাথমিক আলাচনা করে উক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব ও একমত প্রকাশ করেছিল তারাই শুধু প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্য) সাথে কমপক্ষে **১**০ (দশ) বছর ধরে পরিচিত ও বন্ধু যোগ এর সকল ধরনের কাজের সাথে জড়িত আছে এবং উৎসাহিত ও সংগঠনের উদ্দেশ্য ও, গঠনতন্ত্রের সাথে সমমনা বন্ধুগণ এ সংগঠনের সদস্য হতে পারবে।

২. তাহাকে অবশ্যই সংগঠনের কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা থাকিতে হইবে এবং গঠনতন্ত্র মানিয়া চলিতে হইবে।

৩. তাহাকে সুস্থ মন-মানসিকতার অধিকারী হইতে হইবে। পাগল, মাদকসেবী, জুয়ারী ও চরিত্রবিহীনকে সদস্য পদ দেয়া হইবে না।

৪. সদস্য পদ পাওয়ার জন্য প্রার্থীর সদ্য তোলা ০১ কপি পাসপোর্ট সাইজ ও ০১ কপি করে পিতা-মাতার ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি সংযুক্ত করিয়া বন্ধুযোগ সংগঠনের নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

৫. সদস্যের শ্রেণীবিভাগ:

ক. **সাধারণ সদস্য:** শর্তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোন বন্ধু এককালীন **১**০০০/- (একহাজার টাকা) প্রদান সাপেক্ষে ফরম পূরণের মাধ্যমে সাধারণ সদস্য হতে পারবে। সাধারণ সদস্যের জন্য মাসিক ফি, ত্রৈমাসিক ফি, ষান্মাসিক ফি ও বাৎসরিক ফি উন্মোক্ত।

খ. **সম্মানিত সদস্য:** শর্তের সাথে সঙ্গতি রেখে যে কোন বন্ধু এককালীন **১**৫০০/- (একহাজার পাচঁশত টাকা) প্রদান সাপেক্ষে ফরম পূরণের মাধ্যমে এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ যেকোন বন্ধুকে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে সম্মানিত সদস্য পদ প্রদান করা হবে।

গ. **প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্য:** প্রাথমিক আলোচনা করে যারা উক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব ও একমত প্রকাশ করেছিল শুধুমাত্র তারাই প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্য এবং তারা প্রাথমিক তহবিল হিসাবে এককালীণ ৫০০০/- (পাচঁ হাজার টাকা) প্রদান করবে। নিম্নে প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্য গণের নাম সমূহ:

মোহাম্মদ বেনজীর হোসেন খান	**এস এম তানভিরুল হাফিজ**	**পায়েল খান**
রুমান কবীর পারভেজ	**জোবায়ের আহমেদ চঞ্চল**	**এম.ডি জাকিরুল ইসলাম সরকার**
তানভীর আহম্মেদ	**তানজীর হাসান রাসেল**	**সাব্বির আহম্মেদ রবিন**
শুভ্র সরকার	**আবু সাঈদ মোহাম্মদ মারুফ**	

ঘ. **আজীবন সদস্য:** শর্তের সাথে সঙ্গতি রেখে এককালীন ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা প্রদান সাপেক্ষে ফরম পূরণের মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ০৮ এর **১**নং শর্ত অনুযায়ী যেকোন বন্ধু “বন্ধুযোগ” সংগঠনের আজীবন সদস্য হতে পারবে।

ঙ. **পৃষ্ঠপোষক সদস্য:** শর্তের সাথে সঙ্গতি রেখে সাধারন সদস্যগণের মধ্যে থেকে অনুচ্ছেদ ০৮ এর **১**নং শর্ত অনুযায়ী যে কোন বন্ধু কমপক্ষে ০৫ টি মূল প্রোগ্রামে পৃষ্ঠপোষক করলে অথবা এককালীন ২৫০০০/- (পচিঁশ হাজার) অনুদান সাপেক্ষে পৃষ্ঠপোষক সদস্য হতে পারবে।

চ. **উপদেষ্টা সদস্য:** যে **১১** জন প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্য পদ লাভ করেছে শুধু তাদের আগ্রহী পিতা-মাতাগণই উপদেষ্টা সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন। যদি কার্যনির্বাহী পরিষদ খুব বেশি প্রয়োজন মনে করে তাহলে সমাজের পরিচিতি গণ্যমান্য ও অরাজনৈতিক সৎ ব্যক্তি বর্গকে কার্যনির্বাহী পরিষদের কমপক্ষে ০৯ (নয়) জন সদস্যের লিখিত সম্মতিক্রমে উক্ত গণ্যমান্য ও অরাজনৈতিক সৎ ব্যক্তি বর্গকে উপদেষ্টা সদস্য হওয়ার প্রস্তাব রাখবে। উক্ত ব্যক্তি আগ্রহী হলে উপদেষ্টা সদস্য করা যাবে।

অনুচ্ছেদ: ০৯

সদস্যপদ বাতিল:

১. কোন সদস্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র কিংবা সংগঠনের গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কাজ প্রমানিত হলে তার সদস্যপদ স্থগিত বা বাতিল হবে।
২. সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী ও আর্থিক ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি সদস্যপদ বাতিল হতে পারে।
৩. কার্যকরী পরিষদের সর্বসম্মতি/সংখ্যাগরিষ্ঠতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৪. কোন ব্যাক্তি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং তা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে।
৫. মৃত্যু হলে।
৬. উপযুক্ত কারন ছাড়া পর পর ০৩ টি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনলাইন/অফলাইন সভায় উপস্থিত না থাকলে।
৭. সংগঠনের কাজে পর পর ০৩ (তিন) বছর নিষ্ক্রিয় ও অকর্মন্য হয়ে পড়লে।
৮. সদস্যের স্বভাব, আচরন, মনোবৃত্তি ও কর্মকান্ড “বন্ধুযোগ” সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী হলে।
৯. মস্তিষ্ক বিকৃতি ও নৈতিক স্থলনের কারনে ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হলে।
১০. সদস্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিষ্ক্রিয় হয়ে পরলে।
১১. তহবিল তছরুপ করলে এবং চাঁদাবাজি করলে বা অবৈধ কোন কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়লে।
১২. গঠনতন্ত্র পরিপন্ত্রী কাজ করলে এবং সংগঠনের কার্যক্রমে স্বেচ্ছাচারী হলে।
১৩. সংগঠনের পক্ষ হয়ে সংগঠন বিষয়ে কোন সদস্য পত্র-পত্রিকায়, সভা-সমিতি, সেমিনারে বিবৃতি প্রদানের পূর্বে কার্য্যনির্বাহী পরিষদের অনুমতি গ্রহন না করলে।
১৪. সংগঠনের নামে কোন সদস্য গঠনতন্ত্র বহির্ভূত ও অবৈধভাবে চাঁদাবাজি ও জনগনের কাছ থেকে ডোনেশন/অনুদান গ্রহন করলে।
১৫. প্রাসঙ্গিক বা অনিবার্য কারনে কোন সদস্যকে বহিষ্কার করার এখতিয়ার সংগঠনের কার্যনির্বাহী এবং উপদেষ্টা পরিষদ সংরক্ষণ করবেন।

অনুচ্ছেদ: ১০

পদ থেকে ইস্তফা:

১. কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য অথবা যে কোন সাধারন সদস্য ইস্তফা দিলে অবশ্যই তার কারন উল্লেখ করে সভাপতি বরাবর পেশ করতে হবে।
২. সভাপতি কার্যকরী পরিষদের সর্বস্মতিক্রমে সদস্যের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ কিংবা বাতিল করতে পারবেন। অবশ্য উপদেষ্টা পরিষদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটলে বিষয়টি কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে উপদেষ্টা পরিষদ তার সমাধান করবেন।

অনুচ্ছেদ: ১১

সদস্যদের অধিকার:

১. সংগঠনের উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নে সাধারণ সদস্যগণ মতামত ও সুপারিশ পেশ করবেন বা মতামত প্রকাশ করবেন।
২. জরুরী প্রয়োজনে সহজ শর্তে (সুদ মুক্ত) ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা পাওয়ার আবেদন করতে পারবে। অবশ্যই কার্যনির্বাহী পরিষদের কমপক্ষে ০৬ (ছয়) জন মেম্বারের লিখিত স্বাক্ষর সহ অনুমোদিত হতে হবে।
৩. “বন্ধুযোগ” সংগঠনের সদস্যদের বিপদে সর্বাধিক সহযোগিতা পাবার অধিকার রাখে। আরো উল্লেখ থাকে যে, “বন্ধুযোগ” সংগঠনের যেকোন ধরনের সদস্য যদি জুয়া/নেশাগ্রস্থ/নারী সংক্রান্ত/অসামাজিক কার্যকলাপ/রাজনৈতিক বিরোধ জড়ালে সেই বিষয়ে সংগঠন কোনপ্রকার সহযোগীতা করবেনা।

অনুচ্ছেদ: ১২

সাংগঠনিক কাঠামো:

সংগঠনের তিন স্তর বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরুপ:

১. **উপদেষ্টা পরিষদ:** কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনবোধে তাদের পিতা-মাতাদের নিয়ে গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহনের জন্য ০৩ থেকে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট (প্রয়োজনে আরো সদস্য সংখ্যা রাখতে পারবে) উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে পারবেন। উপদেষ্টা পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদের আমন্ত্রণক্রমে সংগঠনের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে উপদেশ বা পরামর্শ প্রদান করবেন। দুই তৃতীয়াংশ কার্যনির্বাহী সদস্যের অনাস্থার প্রেক্ষিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ উপদেষ্টা পরিষদ বিলুপ্ত করতে পারবেন। তবে উপদেষ্টা পরিষদের কোন নির্দিষ্ট সদস্য/কতিপয় সদস্যবৃন্দের প্রতি কার্যনির্বাহী পরিষদের অনাস্থা কিংবা উপদেষ্টা পরিষদের আভ্যন্তরিন সমস্যা উপদেষ্টা পরিষদ নিজেই সমাধান করবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করলে উক্ত উপদেষ্টা পরিষদ কার্যনিবাহী পরিষদ কর্তৃক স্থগিত করতে পারবেন।

২. **কার্যনির্বাহী পরিষদ:** কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন কাঠামো নিন্মরুপ:
   ১. সভাপতি: ০১ জন
   ২. সহ-সভাপতি: ০১ জন
   ৩. সাধারণ সম্পাদক: ০১ জন
   ৪. সহ-সাধারণ সম্পাদক: ০১ জন
   ৫. সাংগঠনিক সম্পাদক: ০১ জন
   ৬. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক: ০১ জন
   ৭. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক: ০১ জন
   ৮. দপ্তর ও অর্থ সম্পাদক: ০১ জন
   ৯. শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক: ০১ জন
   ১০. স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও ক্রীড়া সম্পাদক: ০১ জন
   ১১. ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক: ০১ জন

৩. **সাধারণ পরিষদ/সাধারণ সদস্য:** কমপক্ষে ৩৩ জন সদস্য থাকবে। প্রয়োজনে সদস্যের সংখ্যা বাড়ানো যাবে।

   ক. সাংগঠনিক যেকোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রনী ভূমিকা রাখবেন।

   খ. কার্যনির্বাহী কমিটির সকল কাজে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করা সদস্যদের প্রধান কাজ।

   গ. যে কোন সদস্য সংগঠনের স্বার্থে তার মতামত কার্যনির্বাহী পরিষদকে চিঠি/ইমেইল এর মাধ্যমে মতামত প্রকাশ করতে পারবে।

   ঘ. সংগঠনের সকল সদস্যের বিপদ-আপদে সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদসহ সবাই পাশে থাকার চেষ্টা করা।

   ঙ. সংগঠনের সকল সদস্য সংগঠনের উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্টা থাকবে।

   চ. কার্যনির্বাহী পরিষদসহ সকল সদস্যের নি:স্বার্থভাবে কাজ করার অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে।

   ছ. কোন অভিযোগ, অনুযোগ পরামর্শের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

   জ. সকল কার্যনির্বাহী সদস্যকে সময়মত মাসিক ফি প্রদান করতে হবে।

   ঝ. সদস্যদের মধ্যে কোন অভ্যন্তরীণ কোন্দল/বিভক্তি থাকা যাবে না, যা সংগঠনে বিরুপ প্রভাব ফেলে।

অনুচ্ছেদ: ১৩

কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব, কার্যাবলী ও যোগ্যতা:

১. সভাপতি:

ক. সংগঠনের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন।

খ. সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

গ. সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্বে থাকবেন।

ঘ. সভাপতির স্বাক্ষর ছাড়া (অনলাইন স্বাক্ষর/সরাসরি স্বাক্ষর) ছাড়া কোন প্রস্তাবই অনুমোদিত হবে না।

ঙ. সভাপতি সভা পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্বে থাকবেন।

চ. সংগঠনের স্বার্থে ও কল্যাণে যেকোন প্রকার দায়িত্ব পালন করবেন।

ছ. কোন সভায় যেকোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সম-সংখ্যক ভোট পরলে সভাপতি একটি কাষ্টিং ভোট প্রদান করবেন।

জ. বিশেষ প্রয়োজনে জরুরী সভা আহ্বান করবেন।

ঝ. কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সংগঠনের করণীয় ও কার্যাবলী নির্ধারণ করবেন।

ঞ. জরুরি প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শক্রমে সভাপতি ও সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদকের সহযোগিতায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন এর ক্ষমতা বহন করেন। তবে এক্ষেত্রে উপদেষ্টা পরিষদের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি থাকতে হবে। তবে পরবর্তী সাধারণ সভায় অবশ্যই উক্ত সংশোধিত বিষয়ে বিধি মোতাবেক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে।

২. সহ-সভাপতি:

ক. সংগঠনের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন।

খ. সভাপতির সকল কাজে সহযোগিতা করবেন।

গ. সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ঙ. সংগঠনের উপ-নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্বে থাকবেন।

চ. সভাপতির মতই গঠনতন্ত্র অনুসারে সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন।

ছ. সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনে সহায়তা করবেন।

৩. সাধারণ সম্পাদক:

ক. অফিস নির্বাহী হবেন ও থাকবেন। নির্বাহী পরিষদের নিকট সংগঠনের কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবেন।

খ. সকল প্রকার যোগাযোগ, চিঠি লেখা, শোকবার্তা, ও চিঠিপত্র (সূত্র: বযো/সং/সাল/সিরিয়াল নং) ইস্যুর ক্ষেত্রে তিনি স্বাক্ষর প্রদান করবেন (অনলাইন স্বাক্ষর/সরাসরি স্বাক্ষর)। কোনভাবেই সূত্র/তারিখ/চিঠির সিরিয়াল নং ভুল করা যাবে না।

গ. সংগঠনের কার্যক্রম, কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবং নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সাথে সমন্বয় সাধন করবেন।

ঘ. সংগঠনের সকল প্রকার চিঠিপত্র, কাগজপত্র, তথ্য ও দলিল রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

ঙ. প্রশাসন, প্রকল্প তৈরি, বাজেট তৈরির কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহযোগীতা করবেন।

চ. সুষ্ঠ প্রশাসন ব্যবস্থার স্বার্থে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খন্ডকালীন কর্মচারী নিয়োগ, কর্মচুক্তি ও ছাটাইয়ের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ছ. সকল ধরণের সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ রাখার ব্যবস্থ করবেন (অনলাইন/সরাসরি) এবং প্রয়োজনীয় তথ্য বা নোটিশ বন্ধুযোগ ওয়েবসাইটে প্রদান করবেন।

জ. সংগঠনের সার্বিক সকল নির্বাহী ও সাধারণ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ আলাপ-আলোচনা এবং পরামর্শ বাজায় রাখবেন। সংগঠনের বার্ষিক রির্পোট ও বাজেট পেশ করবেন।

ঞ. সভাপতির সাথে আলোচনা করে সভা আহ্বানের দিন, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ সহ আলোচ্যসূচী উল্লেখ করে (অনলাই, অফলাইন, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ম্যাসেজ) বিজ্ঞপ্তি বিতরণের ব্যবস্থা করবেন যা সংগঠনের ওয়েবসাইটেও নোটিশ প্রদান করবেন।

ট. দপ্তর ও অর্থ সম্পাদক কর্তৃক মাসিক ফি, ত্রৈমাসিক ফি, ষান্মাসিক ফি ও বাৎসরিক ফি জমা ও খরচের হিসাব প্রস্তুত করিয়ে নিবেন এবং যথাযথ সভায় অনুমোদন ও পেশ করার ব্যবস্থা করবেন।

ঠ. নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব পালন করবেন।

৪. সহ-সাধারণ সম্পাদক:

ক. সাধারণ সম্পাদকের সকল কাজে সহযোগীতা করবেন।

খ. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

গ. নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. সাংগঠনিক সম্পাদক:

ক. সংগঠনের কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

খ. সংগঠনের কার্যক্রমকে স্থীরতা প্রকাশ পেলে এর কারণ নির্ণয় করে তা দূরীকরণের জন্য সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাপূর্বক করণীয় নির্ধারণ করবেন।

গ. সংগঠনের কোন সদস্যের অনুপস্থিতি বা সংগঠনের স্বার্থবিরোধী কোন কাজ নির্ণয় এবং সমস্যাসমূহ দেখে সংগঠনের স্বার্থে সবাইকে তা অবহিত করবেন।

ঘ. সাংগঠনিক সম্পাদক সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বদা নিয়োজিত থাকবেন।

ঙ. সংগঠন কোন হুমকির শিকার হলে সেটি সভাপতিকে অবগত করবেন।

চ. সংগঠনকে সুশৃঙ্খল রাখাই তার প্রধান কাজ।

৬. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক:

ক. সাংগঠনিক সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করাই সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকের কাজ।

খ. সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৭. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক:

ক. সংগঠনের বিকাশ সাধনের জন্য সংগঠন হতে ঘোষিত প্রচারপত্র, পোস্টার, ব্যানার, লিফটলেট, প্যাড, সীল তৈরি করা ইত্যাদি সকল ধরনের ডিজিটাল ক্যাম্পেইন এবং বক্তব্য অত্র সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে ও প্রয়োজনে সর্বজায়গার মধ্যে পৌঁছে দেয়া প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকের কাজ।

খ. সংগঠন হতে সকল প্রকার প্রকাশনার ডিজাইন, তথ্য সংগ্রহ, প্রুফ দেখা সম্পন্ন করবেন।

গ. সংগঠনের বাহ্যিক প্রচারে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব কার্যনির্বাহী সভায় উপস্থাপন করবেন।

ঘ. প্রয়োজন অনুযায়ী সংবাদ সন্মেলন ও গোলটেবিল আলোচনা ব্যবস্থা করবেন।

ঙ. সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা কার্যক্রমের সময় সর্বত্র প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং তা যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখবেন।

চ. বিভিন্ন সামাজিক গণমাধ্যমে সংগঠনের প্রচারণার দায়িত্ব তার অধীনে থাকবে।

ছ. সংগঠনের বিভিন্ন খবর টিভি, ডিজিটাল গণমাধ্যম, পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা তার দায়িত্ব। সংগঠনের স্বার্থে প্রকাশনা তার দায়িত্বে থাকবে।

জ. সংগঠনের ফেইসবুক, ইউটিউব, ওয়েবসাইট, ইনস্ট্রাগ্রাম, ইমেইল ইত্যাদি (সকল ডিজিটাল মাধ্যম) তার দায়িত্বে থাকবে।

ঝ. যে কোন পর্যায়ের প্রচার ও প্রকাশনার সমস্ত কাজ সভাপতি/সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক/সহ-সাধারন সম্পাদকের অনলাইন স্বাক্ষর/সরাসরি স্বাক্ষর এর মাধ্যমে অনুমোদন নিয়ে প্রচার ও প্রকাশনার কাজ সমপন্ন করা তার দায়িত্বে থাকবে।

৮. দপ্তর ও অর্থ সম্পাদক:

ক. সংগঠনের সমস্ত তথ্য, রির্পোট, চিঠিপত্র, দপ্তর ও সংস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সংরক্ষন করবেন।

খ. সকল সভা কার্য দিবসের নোটিশ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুমতি সাপেক্ষে সকল সদস্যকে অবহিত করবেন।

গ. সংগঠনের বিভিন্ন সভা/অনুষ্ঠানে আগত ব্যক্তি/অতিথীদের বক্তব্য/মতামত লিপিবদ্ধ করে প্রেস রিলিজ আকারে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করবেন বা সদস্যদের জ্ঞাত করবেন।

ঘ. সংগঠনের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করবেন।

ঙ. সংগঠনের আয়-ব্যায়ের সঠিক হিসাব রাখা, সংগৃহীত অর্থ যাতে সংগঠনের স্বার্থে ব্যয় হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা অর্থ সম্পাদকের মূল কাজ।

চ. সংগঠনের কার্যনির্বাহী সদস্যদের নিকট থেকে মাসিক ফি, ত্রৈমাসিক ফি, ষান্মাসিক ফি ও বাৎসরিক ফি সংগ্রহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (সরকারী/বেসরকারী) ও ব্যক্তিবর্গ হতে অনুদান গ্রহন করবেন।

ছ. তিনি সংগঠনের অর্থের ভবিষ্যৎ উৎস চিহ্নিত করে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করবেন।

ঝ. বার্ষিক অর্থনৈতিক রির্পোট করবেন এবং অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সভায় পেশ করবেন।

ঞ. সংগঠনের সকল প্রকার আর্থিক বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।

ট. সংগঠনের তহবিল বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবেন।

ঠ. সংগঠনের জমা খরচের হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে দপ্তর ও অর্থ সম্পাদক সাধারণভাবে দায়ী থাকবেন।

ঢ. যে কোন পর্যায়ের দাপ্তরিক কাজ ও আর্থিক বিষয়ের সমস্ত কাজ সভাপতি/সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক/সহ-সাধারন সম্পাদকের অনলাইন স্বাক্ষর/সরাসরি স্বাক্ষর এর মাধ্যমে অনুমোদন নিয়ে দপ্তর ও অর্থ সম্পাদকের কাজ সমপন্ন করবেন।

৯. শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক:

ক. শিক্ষাসংক্রান্ত যেকোন কাজ পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।

খ. শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা রাখবেন।

গ. গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঘ. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।

ঙ. বিভিন্ন ঐতিহাসিক দিবস উপযাপনের উদ্যেগ গ্রহণ করবেন।

চ. নেত্রকোনা জেলার সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১০. স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও ক্রীড়া সম্পাদক:

ক. জনস্বাস্থ্য সচেতনাতামূলক প্রচার প্রচারণা বা ক্যাম্পেইন করবেন।

খ. মেডিক্যাল ক্যাম্পেইন করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

গ. দুস্থদের **চিকিৎসা** সেবার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ঘ. সংগঠনের শুধুমাত্র ০৪ টি খেলার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন যেমনঃ ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন।
ঙ. ক্রীড়ার উন্নয়নে যেকোন পরামর্শ সভায় পেশ করবেন।

১১. ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক:
ক. সংগঠনের ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
খ. ধর্মীয় সংহতি বজায় রাখতে যেকোন পরামর্শ সভায় পেশ করবেন।
গ. অসাম্প্রদায়িকতা বাজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।
ঘ. মানুষের সাথে পরিচিতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবেন।
ঙ. সমাজের নানা অসঙ্গতি সংগঠনের সভায় তুলে ধরবেন।
চ. সমাজের জন্য কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণে কার্যনির্বাহী পরিষদকে সহায়তা করবেন।

<u>অনুচ্ছেদ: ১৪</u>

সংগঠনের তহবিল সংক্রান্ত বিষয়াবলী:

নিম্নলিখিত ভাবে সংগঠনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা যাবে:
ক. সদস্য ফরম ফি।
খ. এককালীণ সদস্য ফি।
গ. সদস্যদের চাঁদা।
ঘ. এককালীন অনুদান ও কোন প্রকল্প হইতে আয় এবং ব্যাংক, সংস্থা, ফাউন্ডেশন ও অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তহবিল গঠন।
ঙ. যে কোন কাজে বিদেশী দান, অনুদান এবং বিদেশী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অনুদান ইত্যাদির মাধ্যমে।

<u>অনুচ্ছেদ: ১৫</u>

আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

ক. সংগঠনের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এলাকাস্থ বা দেশের যেকোন সরকারী/বেসরকারী ব্যাংকে সংগঠনের নামে একটি সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খুলতে হবে।
খ. উক্ত সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব নম্বর সংগঠনের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং দপ্তর ও অর্থ সম্পাদক এই ০৫ (পাঁচ) জনের মধ্যে যেকোন ০৩ (তিন) জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।
গ. সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শক্রমে দপ্তর ও অর্থ সম্পাদক চলমান খরচ নির্বাহের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হস্তমজুদ রাখতে পারবেন। হস্তমজুদের টাকা খরচের পর তা পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন গ্রহন করতে হবে।
ঘ. আর্থিক বছর শেষে তহবিলের অর্থ বা জমাকৃত তহবিলের অর্থ সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। শুধুমাত্র সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অর্জনে এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কল্যাণমুখী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অসহায়দের কাজে খরচ করা যাবে।
ঙ. সংগঠনের প্রয়োজনীয় অর্থ খরচের পূর্বে উত্তোলনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
চ. সংগঠনের নামে সংগৃহিত অর্থ কোন অবস্থাতে হাতে রাখা যাবে না। সংগৃহিত অর্থ প্রাপ্তির পর সথাশীঘ্রই সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করতে হবে।
ছ. সকল ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

যথাযোগ্য রশিদ ছাড়া এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যতীত অত্র সংগঠনের নামে কোন চাঁদা গ্রহন করা যাবে না। উপদেষ্টা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রশিদ বই, ক্যাশ বই, মজুদ রেজিষ্টার, বিতরণ রেজিষ্টার, জমাখরচ রেজিষ্টার, বিল ভাউচার সহ আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

<u>অনুচ্ছেদ: ১৬</u>

বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান বিষয়ক:

সংগঠনটির বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে **১৯৭৮** সালের ফরেন ডোনেশান অধ্যাদেশের বিধি বিধান অনুসরন করবে। বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের পর সংগঠনটি সরকারের যে কোন একটি সরকারী/বেসরকারী ব্যাংকে একটি মাত্র হিসাব পরিচালনা করবে।

<u>অনুচ্ছেদ: ১৭</u>

ঋণ পরিশোধ:

সংগঠন কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংক, অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উৎস থেকে গৃহিত ঋণ পরিশোধ এর দায়দায়িত্ব সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ বহন করবে।

<u>অনুচ্ছেদ: ১৮</u>

অডিট:

ক. প্রতি ০১ বছর সংগঠনের সকল আয় ও ব্যয় উপদেষ্টা পরিষদের নিকট দাখিল করা হবে।

খ. উপদেষ্ট পরিষদ সংগঠনের আয়-ব্যয় নিরীক্ষার জন্য একটি অভ্যান্তরীন নিরীক্ষা কমিটি গঠন করবেন। সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ সাধারণ সদস্যদের থেকে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নিরীক্ষা কমিটি গঠন করবে। প্রতি আর্থিক বছরে অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কমিটি সংস্থার আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করবেন। প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদ অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কমিটির সদস্য রদবদল করতে পারবে।

<u>অনুচ্ছেদ: ১৯</u>

বিবিধ:

নির্বাহী পরিষদের বিবেচনায় সংগঠনের কর্মকান্ড পরিচালনায় সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের জন্য কোন সদস্য/কর্মকর্তা দেওয়ানী/ফৌজদারী মোকদ্দমার সম্মুখীন হলে সংগঠন তাকে আর্থিক সহায়তা সহ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করবে।

৩য় ভাগ:

অনুচ্ছেদ: ২০

সভা ও নির্বাচন:

বিভিন্ন প্রকার সভা ও সভার নিয়মাবলী:

ক. সাধারণ সভা: কমপক্ষে বছরে একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং উহা বার্ষিক সাধারণ সভা রুপে গণ্য হবে। তবে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভাও আহ্বান করা যাবে। সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুমোদন লাভ করবে। সাধারণ সভা ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সময়, তারিখ, স্থান বা অনলাইন মিটিং তা উল্লেখ করে আহ্বান করা হবে।

১. সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন।

২. বার্ষিক বাজেট ও হিসাব।

৩. বার্ষিক সাধারন সভায় সংগঠনের আয় ব্যায়ের অভ্যন্তরীণ অডিটের জন্য অডিটর মনোনয়ন করা।

৪. সংগঠনের গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ/ধারা/উপ-ধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজন।

৫. সভার সিদ্ধান্ত মোট সদস্যের নূন্যতম ১/৩ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।

খ. কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা: বছরে কমপক্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদেও ০৬ (ছয়) টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। নূন্যতম ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে সময়, তারিখ, স্থান বা অনলাইন মিটিং তা উল্লেখ করে আহ্বান করা হবে। সভার সিদ্ধান্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যের নূন্যতম ১/৩ অংশের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।

গ. জরুরী সভা: ০৩ (তিন) দিনের নোটিশে সময়, তারিখ, স্থান বা অনলাইন মিটিং তা উল্লেখ করে আহ্বান করা হবে। সভার মোট সদস্যের নূন্যতম ১/৩ অংশের উপস্থিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।

ঘ. বিশেষ সাধারণ সভা: যে কোন বিশেষ কারণে সাধারণ সভা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নোটিশে সময়, তারিখ, স্থান বা অনলাইন মিটিং তা উল্লেখ করে আহ্বান করা যাবে। তবে এ সভায় বিশেষ এজেন্ডা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। বিশেষ এজেন্ডার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করতে হবে। সভার মোট সদস্যের নূন্যতম ১/৩ অংশের উপস্থিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।

ঙ. মুলতবী সভা:

১. কোরামের অভাবে মূলতবী সাধারণ সভা মূলতবীর তারিখ থেকে পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। মূলতবী সভার তারিখ হতে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নোটিশ জারী করতে হবে। অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোট সদস্যদের নূন্যতম (দুই তৃতীয়াংশ) এর সিদ্ধান্তক্রমে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২. কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ০৩ (তিন) দিনের নোটিশে কোরামের অভাবে মূলতবী হলে দ্বিতীয়বার ০৩ (তিন) দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত সভার কোরাম পূর্ণ না হলেও যত জন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাদের নিয়েই মূলতবী সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

চ. তলবী সভা:

১. গঠনতন্ত্রের বিধন অনুযায়ী সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের সভা আহ্বান না করলে কমপক্ষে মোট সদস্যদের নূন্যতম (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য একজন আহ্বায়ক মনোনীত করে বিশেষ সাধারণ সভার কর্মসূচীর এজেন্ডা বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্বাক্ষর দিয়ে তলবী সভার আবেদন সংগঠনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের কাছে জমা দিতে পারবেন।

২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তলবী সভার আহ্বান করবেন। তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক তলবী সভা আহ্বান না করলে ২১ (একুশ) দিনের মেয়াদ উর্ত্তীনের তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সাধারন সদস্যগণ আহ্বায়কের নের্তৃত্বে তলবী সভা আহ্বান করতে পারবেন। মোট

সদস্যের (দুই তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে। তলবী সভা সংস্থার কার্যালয়ে আহ্বান করতে হবে।

অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি: সম্ভব হলে বছরে একটি বনভোজন, সম্মেলন, মিলনমেলা, নবীন বরণ, ইফতার পার্টি, খেলাধুলা ইত্যাদি আয়োজন করা হবে। তবে পারস্পরিক সৌহার্দবোধ, বন্ধন এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিই অনুষ্ঠানাদির মূল লক্ষ্য বলে বিবেচত হবে।

অনুচ্ছেদ: ২১

নির্বাচন পদ্ধতি:

ক. কার্যনির্বাহী পরিষদ: সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দের প্রস্তাবনা, সমর্থন ও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে/অনলাইনে, হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে, জুম মিটিং, ইমেইলে অথবা আলোচনা করে সিলেকশনের এর মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হবে। প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্যবৃন্দের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে/সিলেকশনের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবে। অত:পর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকে উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শক্রমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবেন।

খ. মেয়াদ: নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়ার দিন হতে পরবর্তী ০২ (দুই) বছর মেয়াদ পর্যন্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল বলবৎ থাকবে।

গ. নির্বাচনে অংশগ্রহণ:

১. যেসকল সদস্য “বন্ধুযোগ” সংগঠনের সাথে ২০ বছর যাবৎ জড়িত আছে তারাই কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২. শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্যগণই কার্যনির্বাহী পরিষদে নির্বাচন করতে পারবে।

৩. অন্য কোন সদস্য কোনভাবেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ: ২১

নির্বাচন কমিশন:

প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে কার্যনির্বাহী পরিষদ সিলেকশন করবে। সংগঠনের নির্বাচন করার প্রয়োজন হলে, সংগঠনের নির্বাচনে অংশ গ্রহন করবেন না বা সংগঠনের সদস্য নন এমন ০৩ (তিন) জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে ০১ (এক) জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ০২ (দুই) জনকে সদস্য করে উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত হবে।

অনুচ্ছেদ: ২২

ভোটের প্রনালী:

একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য একটি করে ভোট প্রদান করবেন যা সরাসরি অথবা অনলাইনের মাধ্যমে হতে পারে। তবে কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাবে না। নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবেন। নির্বাচন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

অনুচ্ছেদ: ২৩

বিবিধ:

ক. যেকোন প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবে।

খ. একজন প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্য যেকোন একটি পদের জন্য মনোনয়ন ফরম কিনতে পারবে।

গ. ক্রমানুসারে মনোনয়ন ফরমের মূল্য তালিকা (কার্যনির্বাহী পরিষদের আলোচনায় মনোনয় ফরমের দাম বৃদ্ধি করা যাবে)।

১. সভাপতি: ২০,০০০/- (বিশ হাজার টাকা)
২. সহ-সভাপতি: ১২,৫০০/- (বারো হাজার পাচঁশত টাকা)
৩. সাধারণ সম্পাদক: ১৫,০০০/- (পনের হাজার টাকা)
৪. সহ-সাধারণ সম্পাদক: ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা)
৫. সাংগঠনিক সম্পাদক: ৮,০০০/- (আট হাজার টাকা)
৬. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক: ৬,৫০০/- (ছয় হাজার পাচঁশত টাকা)
৭. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক: ৫,৫০০/- (পাচঁ হাজার পাচঁশত টাকা)
৮. দপ্তর ও অর্থ সম্পাদক: ৪,৫০০/- (চার হাজর পাচঁশত টাকা)
৯. শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক: ৩,০০০/- (তিন হাজার টাকা)
১০. ক্রীড়া ও ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক: ২,৫০০/- (দুই হাজার পাচঁশত টাকা)
১১. স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক: ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা)

ঘ. কোন পদের বিপরীতে একের অধিক প্রার্থী না পাওয়া গেলে তিনিই বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় নির্বাচিত হবে, কিন্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ চাইলে যেকোন প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্যকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিবে। এবং ঐ প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্য তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

ঙ. কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বছর। তবে অনিবার্য কারনে নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব না হলে উপদেষ্টা পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবেন অথবা অন্য প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্যের সমন্বয়ে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করতে পারবেন তবে উক্ত কমিটির মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাসের বেশি হবে না। যদি এরপরও নির্বাচন আয়োজন সম্ভব না হয় তবে উপদেষ্টা পরিষদ কার্যকরী যেকোন সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে পারবেন।

৪র্থ ভাগ:

অনুচ্ছেদ: ২৪

গঠনতন্ত্র সংশোধন, আইনের প্রাধান্য এবং সংগঠনের বিলুপ্তি:

ক. গঠনতন্ত্রে বর্ণিত কোন অুচ্ছেদ/ধারা বা উপ অনুচ্ছেদ/উপ বিধি সংশোধন, সংক্ষেপণ অথবা পরিমার্জনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ কারণ দর্শানো সাপেক্ষে সদস্যদের হ্যাঁ/না ভোট গ্রহণ করবেন। সাধারণ সভায় মোট সদস্যের নূন্যতম (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে/সমর্থনের মাধ্যমে গৃহীত হবে।

খ. বিশেষ পরিস্থিতিতে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদ/ধারা অস্থায়ী ভাবে সংশোধন ও সংযোজন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।

অনুচ্ছেদ: ২৫

বিধি ও আইনের প্রাধান্য:

অত্র (বন্ধুযোগ সংগঠন) গঠনতন্ত্রের যা-কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন উক্ত সংস্থাটি ১৯৬১ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশের আওতায় এবং দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদনক্রমে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

অনুচ্ছেদ: ২৬

সংগঠনের বিলুপ্তি:

যদি কোন অনিবার্য কারণে বন্ধুযোগ সংগঠনের বিলুপ্তির প্রশ্ন ওঠে তবে সংগঠনের সকল দায়দেনা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পরিশোধ করে মোট সদস্যের নূন্যতম ৩/৫ (তিন পঞ্চামাংশ) কার্যানির্বাহী সদস্য ও সাধারণ সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে সংগঠনের বিলুপ্তি করা যাবে।

গঠনতন্ত্র অনুমোদন:

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ উক্ত গঠনতন্ত্র অনুমোদন করিলাম।

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের স্বাক্ষর নিম্নরুপ:

মোহাম্মদ বেনজীর হোসেন খান
সভাপতি

তানভীর আহম্মেদ
সহ-সভাপতি

রুমান কবীর পারভেজ
সাধারণ সম্পাদক

এস এম তানভিরুল হাফিজ
সহ-সাধারণ সম্পাদক

মো: জাকিরুল ইসলাম সরকার
সাংগঠনিক সম্পাদক

আবু সাঈদ মোহাম্মদ মারুফ
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

জোবায়ের আহমেদ চঞ্চল
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

তানজীর হাসান রাসেল
দপ্তর ও অর্থ সম্পাদক

সাব্বির আহম্মেদ রবিন
স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও ক্রীড়া সম্পাদক

পায়েল খান
ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক

শুভ্র সরকার
শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক

BONDHUJOG

Planning – Effort – Emplementation

যোগাযোগ

বন্ধুযোগ

অস্থায়ী কার্যালয়: ১৩০৯, ছোট মসজিদ্ রোড, মোক্তারপাড়া

নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা-২৪০০।